PRINTER & PUBLISHER—G. C. NEOGI,
NABABIBHAKAR PRESS.
91-2, Machuabazar Street, Calcutta.

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী প্রণীত।

১৩১৫ সাল।

মূল্য এক টাকা।

কুন্তলীন প্রেস

কলিকাতা ৬১, ৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস

দ্বারা মুদ্রিত।

প্রকাশক—

দি ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিসিং হাউস

৭৩১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৈকুণ্ঠে দেবের বাস, স্মরিয়া তাঁহারে,
ভক্ত দিয়ে যায় পূজা এই পৃথ্বীপরে ;
গঙ্গাতীরে, তীর্থ স্থানে, মন্দির দুয়ারে,
আনন্দে পূরিত প্রাণ, নমি ভক্তিভরে।

পায়না তাঁহার দেখা, জানেনাক হায়
সার্থক হ'ল না হ'ল সে পূজা তাঁহার,
তবু লয়ে আসে পূজা, তবু তৃপ্তি পায়
উদ্দেশে চরণ বন্দি পূজ্য দেবতার।

তুমি আজ বহু দূরে, দুর্লভ দর্শন !
তবু তুমি এক মাত্র উপাস্য আমার,
এই স্নেহ এই প্রীতি, ধেয়ান ধারণ
এই গীতগুলি মোর সেই উপহার।

সূচীপত্র

বৃথা আশা।

কাব্য পাঠ করি যত সারাদিন মান,
হৃদয় মাঝারে মোর হৃদয়ের গান
লজ্জায় কাঁদিয়া মরে, বলে মুগ্ধ-আশ,
দুরাশা স্বপনে তোর আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বাস
চাহিছে ছুঁইতে বৃথা পূর্ণ চাঁদ খানি ;
গাথাহীন ক্ষীণ বল হৃদয়ের বাণী
নাহি প্রকাশিতে পারে আপনার কথা,
তবে কোন মোহে ভুলে অমর বারতা
শুনাতে ব্যাকুল প্রাণ বিশ্ববাসী জনে ?
কোমল কণ্ঠের গান মৃদুল নিস্বনে
প্রিয়জন পাশে বসি নিভৃতে নির্জ্জনে
শুধু ব্যক্ত করা সাজে ক্ষুদ্র গৃহ কোণে।
স্নেহ শুধু ভালবাসে আধস্ফুট বাণী
প্রেম শুধু চেয়ে দেখে মৃদু আশা খানি।

কবিতা।

প্রথমে পশগো তুমি হৃদয় মাঝার,
পুরাতন জগতের প্রেমের মতন
উচ্ছৃঙ্খল মিলন বিহীন, বাসনার
মুক্তোচ্ছ্বাস, লজ্জাহীন উদ্দাম যৌবন
বাঁধ মুক্ত বন্যাসম ভাবের উচ্ছ্বাসে
ভাষা যেন ছিন্ন-পাল তরণীর মত
অমিল অক্ষরে সদা ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
কোন অকূলের মাঝে, তরঙ্গ নিয়ত
স্থির হয়, শান্ত হয় চঞ্চল জীবন
তুমি এস ধীর পদে শিঞ্জিত নূপূরে
গ্রন্থিবাঁধা রক্তাম্বরে বাঁশরীর সুরে
অলঙ্কারে নম্র শোভা বধূর মতন!

কাব্য।

এ নগরী এ জনতা আজি স্বপ্ন সম,
আমি করিতেছি বাস, কবি শ্রেষ্ঠতম
তোমার কল্পনালোকে, গৌরী শৃঙ্গ পরে
নবীনা পার্ব্বতী যেথা একাগ্র অন্তরে
বাঞ্ছিতেরে করিয়া কামনা তপঃ রতা ;
সুশ্যামল বনভূমি, পুষ্পাকীর্ণ লতা
মেঘমুক্ত অতি স্বচ্ছ সুনীল অম্বর,
হিমশ্বেত শৈলেন্দ্রের উত্তুঙ্গ শেখর,
নির্ঝরিণী নৃত্যপরা, তট তরু তলে
প্রচ্ছন্ন কুটীরখানি, শুয়ে আছে দ্বারে
মৃগ শান্ত আঁখি, বাড়ি উঠে ফুলে ফলে
স্বহস্ত রোপিত তরু, প্রাণ চাহে যারে
দেখা নাহি তারি, চক্রবাক আক্রন্দনে
সেই কথা বারম্বার পড়িছে স্মরণে।

শ্রান্তি।

যদি নিবে যায় ধীরে এ দীপ আমার,
এই মহা বিশ্বে তায় ক্ষতি কিবা কার,
ম্লান দীপ নিবে গেলে গৃহ প্রান্ত দেশে
আকাশের গ্রহগুলি জেগে রবে হেসে
আজি ঝঞ্ঝা ঘন ঘোর শ্রাবণের নিশি
ভৈরব সঙ্গীত তানে পূর্ণ দশ দিশি,
তারি মাঝে এই অতি ক্ষীণ গীত সুর
কম্পিত কাতর কণ্ঠ বেদনা-বিধুর
যদি থেমে যায় আজ চিরদিন তরে,
কে তাহার স্মৃতি খানি ব্যথিত অন্তরে
বহিবে দুদিন ? শক্তি নাই যুঝিবার
সভয় কাতর প্রাণ, তনু সুকুমার !
গীত সুর থেমে যাক শ্রান্ত তনু 'পরে
ঘনায়ে আসুক মৃত্যু চির নিদ্রা ভরে।

সান্ত্বনা।

মোর প্রাণপাখী যবে ত্রস্ত সকাতর
রোদন অরুণ দুটি নয়ন মেলিয়া
ধূলি ভরা ধরণীর বক্ষের উপর
আকুল কাঁদিয়াছিল লুটিয়া লুটিয়া ;
তুমি কোথা আসি করুণ হৃদয়
সযত্নে তুলিয়া নিলে বক্ষের মাঝারে,
সুধীর পরশ ভরে শান্ত করি ভয়
ঘুচালে আতুর ব্যথা অমৃতের ধারে !
কোমল কপোল রাখি মাথার উপরে
কত ধৈর্য্যে শিখাইলে মৃদু শান্তি গান
সস্নেহে বেড়িয়া মোর ক্ষত বক্ষ ভরে
ঢালিলে বিমল সুখ শিশির সমান !
তার পরে দেখাইলে সুনীল আকাশ
অনন্ত অভয় মাঝে মঙ্গল বিকাশ।

তপস্যা।

আজ হতে চিরদিন রুদ্র আরাধনা
ত্যজিয়া মোহিনী বেশ কনক রসনা
নূপুর কঙ্কন কণ্ঠী কেয়ূর কুণ্ডল
অলক্ত চন্দন গন্ধ রঞ্জিত অঞ্চল
কেশ জালে ফুলহার, নয়নে অঞ্জন
বাড়ায়ে ললাট শোভা চন্দন-লিখন
যত্নে স্নেহ ভরে। প্রত্যূষে মধ্যাহ্নে রাতে
উন্মুক্ত অম্বর তলে ঝড় ঝঞ্ঝা বাতে
প্রখর তপন তাপে হিমানী বর্ষণে
শরতের পূর্ণিমায় বসন্ত পবনে
অশ্রান্ত একাগ্র চিত্তে নিশ্চল সাধনা,
শীর্ণ করি অঙ্গ শোভা, যৌবন বাসনা
ভস্ম করি উগ্রতপে, যোগী মহেশ্বর
যাচিব দর্শন সুখ মাগি লব বর!

অগৌরব

আজি এ কলির দিনে সবি অভিনব !
অন্নপূর্ণা আছে বসি ভিক্ষাপাত্র ধরি
রিক্ত হস্তে, শূন্য গাত্রে বিহীন বিভব,
সর্ব্ব অঙ্গ হতে তারি সর্ব্ব ভূষা হরি'
চিরভিক্ষু দিগম্বর সেজেছে সম্রাট !
বক্ষের চন্দন কাড়ি লয়ে রত্নহার
তাহারি মুকুট পরি উজ্জ্বল ললাট ;
তারে দিয়ে জীর্ণ চীর, স্বর্ণাঞ্চল তার
পরেছে অনেক সাধে, সিংহাসন লয়ে
তারে দিলে কমণ্ডলু, সুধা বিনিময়ে
করেছে গরল ঢালি জর্জ্জর জীবন,
ভিখারী সেজেছে রাজা লয়ে যার ধন
তারি মুখে চেয়ে আজ কহে কৃপাভরে
হে মলিনা, দূরে যাও লাজে যাই মরে'

চাঞ্চল্যের প্রতি।

হে চাঞ্চল্য, ছিলে যবে সারা দেহ ময়
নবীন শৈশবে, নিত্য নৃত্যের হিল্লোল
নয়নে চরণে ভুজে, বির্নালজ্জা ভয়
অধরে হাসি ও বাণী অবাধ কল্লোল,
তখন আছিল শান্তি ভরিয়া জীবন।
ত্যজি তনুখানি আজি লয়েছ আশ্রয়
তরুণ হৃদয়ে, তাই চঞ্চল নয়ন
প্রশান্ত গভীর, তাই শত-ভাষা ময়
মুখর অধরে বাণী সলজ্জ বিহ্বল!
বিদ্যুৎ চপল গতি গাম্ভার্য্য মন্থর।
শুধু জাগিয়াছে প্রাণে ক্রন্দণের রোল
উত্থানে পতনে ক্ষিপ্ত বিক্ষুব্ধ সাগর।
হায় শান্তি প্রাণ ছাড়ি এসেছ শরীরে,
শান্তি সেথা হতে যাবে মরণের তীরে!

ম্লানিমা।

খেলা ঘরে ভূমি 'পরে কাটিত জীবন
অযতন বেশ বাসে ক্ষ্যাপার মতন ;
অঙ্গুলীতে মসীমাখা ধূলি বস্ত্র পরে,
আহারের ইতি বৃত্ত অঙ্কিত অধরে,
অনাদরে মুক্ত বেণী ;—তখন হৃদয়
শৈবাল জড়িত পত্রে শুভ্র শোভাময়
সতেজ নির্ম্মল ছিল পুষ্পের মতন।
আজিকে সম্বৃত দেহ, সংযত জীবন
সযত্ন সজ্জিত তনু, তার কোন ঠাঁই
রেখামাত্র লেশমাত্র ধূলি কণা নাই।
শুধু সে প্রফুল্ল প্রাণ নাহিক হৃদয়ে
আকাঙ্ক্ষায় অসন্তোষে লজ্জা ব্যথা ভয়ে
কুঞ্চিত বিশীর্ণ দল বিশুষ্ক অন্তর
বিগত উজ্জ্বল শোভা বিবর্ণ ধূসর !

বসুন্ধরা।

হে ধরিত্রী মাতা তুমি বহুকাল ধরে ;
যেদিন প্রথম আসি, ভীত কণ্ঠ স্বরে
কেঁদে উঠি অজানিত হেরি চারিধার,
মেলি দুটি ব্যগ্র বাহু অঙ্গেতে তোমার
টানি লও স্নেহময়ি কত না যতনে,
জীবনের শেষ দিনে ওবক্ষ শয়নে
শান্ত হয় সর্ব্ব জ্বালা চিরদিন তরে।
তাই যবে ব্যথা বাজে প্রাণ শূন্য করে
চলে যায় প্রিয়জন ত্যজি শয্যাতল
কম্পিত শিথিল অঙ্গ স্খলিত অঞ্চল
কেঁদে লুটাইয়া পড়ি ভূতল শয়নে,
যেদিন বিমুখ বিশ্ব, নিষ্ঠুর লাঞ্ছনে
নিরাশ্রয় অনাথের উঠে আর্ত্তস্বর,
"দ্বিধা হও লও মাগো বক্ষের ভিতর।"

আসন্ন বসন্তে।

বসন্ত আসিছ ফিরে, সখারে তোমার
কোথায় রাখিয়া এলে ? হের চারিধার
এখনো জাগেনি তাই, প্রসূন পল্লব
শুষ্ক পত্র অন্তরালে লুক্কায়িত সব।
চঞ্চল মধুপ তাই লোলুপ গুঞ্জনে
এখনো আসেনি ধেয়ে বনে উপবনে !
নগ্ন তরু শাখা পরে, বিহঙ্গমগুলি
তৃণ কাষ্ঠ আহরিয়া ফেলে যায় ভুলি
না বাঁধিয়া নীড়। সে আসিলে এত ক্ষণে
কি উৎসব উচ্ছ্বসিত সমগ্র ভুবনে,
কলকণ্ঠ বিহঙ্গম দিবসে নিশীথে
পূরিত অম্বর দেশ বন্দনা সঙ্গীতে ;
সে যে রাজা তুমি যে গো শুধু অনুচর
একেলা এসেছ তাই এত অনাদর।

বসন্তের প্রতি।

১

হে ললিত সুকুমার কিশোর সুন্দর,
কুহক পরশে তব বিশ্ব চরাচর
উৎসুক অধীর আজি প্রণয়-চঞ্চল,
নবীন যৌবন সম, ধরার অঞ্চল
পরিপূর্ণ বাসনার রাঙা পুষ্পাস্তরে,
পাগল কোকিল সারানিশি দিন ধরে
গাহিছে মিনতি গাথা, উতলা মলয়
কাহারে খুঁজিয়া আজি ফেরে বিশ্বময়
অশ্রান্ত উচ্ছ্বাসে, মুগ্ধ সুনীল গগন
চাহি ধরণীর মুখে নিস্পন্দ নয়ন।
পুলক আকুল বিশ্ব মিলন-কাতর
তোমারি কারণে, তব চঞ্চল অন্তর
চাহেনা কাহারে, তুমি চির উদাসীন
অপরে বাঁধগো প্রেমে, আপনি স্বাধীন

২

হে নব বসন্ত,

আমার সে প্রিয়তম তোমারি মতন
তরুণ সুন্দর তনু বিশ্ববিমোহন,
হৃদয় তাহার চির বন্ধন বিহীন
তোমারি মলয় সম, সারা নিশিদিন
আমারে আকুল করি পরশ আভাষে
জাগায়ে কত না আশা অনন্ত আকাশে
মিলিয়া মিশিয়া যায় ধরিবার আগে,
তবুও ক্ষণেক তরে যেথা স্পর্শ লাগে
মুঞ্জরিয়া ওঠে লতা, সুধাসিক্ত স্বরে
গাহে পিক, ফোটে ফুল, নব নৃত্য ভরে
নির্ঝরিণী জাগি ওঠে যৌবন চঞ্চল।
তোমারে হেরিয়া তাই হৃদয় চপল
তাহারি মিলন লাগি, তারে মনে করে
তাই আনিয়াছি গীতি আজ তোমা তরে!

প্রেমের অবনতি।

হায় প্রেম, হে মন্মথ,

পুরাকালে ছিলে তবু করুণ অন্তর,
অনন্ত বসন্ত শোভা দেবের নন্দনে,
অক্ষয় যৌবন মাঝে; তব পুষ্পশর,
নিশিদিন মুক্ত গতি প্রমোদ পবনে
পরিহাস খেলাচ্ছলে বাজিত হৃদয়ে।
ত্রিদিবে, বৈকুণ্ঠধামে কৈলাস মাঝার
ছিল তব অকুণ্ঠিত সদর্প বিহার।
ধূলি ম্লান, জরাভীত এ দীন ভুবন,
তবশরে আলোড়িত তীব্র যাতনায়;
স্বাধীন গৌরব ভুলি, কম্পিত চরণ
ভীরুসম লুকায়েছ নিভৃত হিয়ায়।
গোপনে লুকায়ে বসি হায় কাপুরুষ
দুর্ব্বলে ব্যথিয়া আজি তোমার পৌরুষ।

বর্ষারম্ভে প্রকৃতির প্রতি।

নিদাঘেতে হে প্রকৃতি ছিলে বিরহিনী,
বেণীবদ্ধ কেশপাশে ভূতলশায়িনী,
তাই আছিল না ছায়া, তব দীর্ঘশ্বাস
অনলে ভরিয়াছিল অনন্ত আকাশ!
এত দিনে, প্রিয় বুঝি ফিরে এল দেশে ?
স্নিগ্ধ স্নাত তনু তাই আর্দ্র মুক্ত কেশে
তুমি বাহিরিয়া এলে বিশ্বের দুয়ারে,
সুমঙ্গল বজ্র শঙ্খধ্বনি' বারে বারে
শুনাইলে বিশ্বজনে মিলন কাহিনী,
তাই ত প্রবাসী হিয়া হয়ে উদাসিনী
আজ ধায় স্বদেশের পানে, তরুশাখে
কলাপী ময়ূর ডাকে ময়ূরী প্রিয়াকে
কেকা কলরবে, ত্যজি ভূতল শয়নে
নী দাঁড়াইল মুক্ত বাতায়নে

নব বর্ষায়।

বিরহ টুটিয়া গেছে, মিলনের মেলা
আজি বিশ্বে ঘরে ঘরে, জলে ছেলে বেলা
তরঙ্গিনী ধেয়ে চলে অস্থহ উচ্ছ্বাসে,
সমুচ্চ আকাশ আজি নত হয়ে আসে
পূর্ণ প্রেম মেঘভারে, দুরন্ত বাতাস
ক্ষুব্ধ করে ধরণীর শ্যাম ঘনবাস।
কদম্ব শিহরি জাগে, কেতকীর বাসে
বসুন্ধরা পূর্ণা আজি বাসনা নিশ্বাসে!
রুদ্ধ গৃহতল ছাড়ি উতলা হৃদয়
বাহিরিয়া বিশ্বপথে নবশোভাময়
বর্ণ গন্ধ গীতি পুষ্প করি আহরণ
আনন্দে ছাইতে চায় যুগল চরণ।
অনন্ত বন্ধনপাশে বাঁধিয়া তোমারে
লুকায়ে রাখিতে চায় প্রাণের মাঝারে।

অভিমান-বাধা

আবার এসেছে বর্ষা, দিগন্ত আঁধার
নৃত্য-প্রিয়া সৌদামিনী মুক্ত-কেশ-ভার !
নিবিড় তিমির মেঘে ছেয়েছে গগন
ঝঞ্ঝাঘন বজ্ররব উদ্দাম পবন !
সেই কেকা কলরব শ্যাম তরু-শাখে,
কেতকী কুসুম সেই পূর্ণ করে রাখে
মদগন্ধ দীর্ঘ শ্বাসে বিশ্ব বসুন্ধরা ;
তরঙ্গিনী সিন্ধুপানে ধেয়ে চলে ত্বরা,
সুগম্ভীর বজ্ররবে দাদুরীর বোলে
আজ কেন মোর বক্ষে ব্যগ্র কলরোলে
উচ্ছ্বসি ওঠেনা গীতি অপূর্ব্ব আনন্দে
পাগল উতলা ভাষে সুমধুর ছন্দে ?
কাছে থেকে তবু আজি প্রিয় দূরতর,
তাইতো নীরব গীতি ব্যথিত অন্তর !

৭

শরতে প্রকৃতি।

আজ তুমি স্নেহময়ী মায়ের মতন,
প্রশান্ত নিমেষ-হীন সুনীল গগন
স্নেহ দৃষ্টিভরা, স্বচ্ছ তটিনীর জলে,
তব স্তন-সুধা ধারা উছলিয়া চলে
ঘুচাতে বিশ্বের তৃষা ; অঞ্চল তোমার
পরিপূর্ণ পক্ক শস্যে, ক্ষুধিত ধরার
চিরশান্তি তৃপ্তিভরা ; তপন কিরণে,
সুশীতল ধীর বাহি তব সমীরণে,
আসিছে ভাসিয়া স্নিগ্ধ স্পর্শ সুকোমল,
নিদ্রার আবেশ ভরা ; ব্যথিত বিহ্বল
সকল ধরারে যেন আজ নিতে চাও
গভীর-বিরাম-স্তব্ধ নিজ বক্ষোমাঝে,
ভুলায়ে সকল তাই ডেকে লয়ে যাও
যেথা নীলাকাশ যেথা তপন বিরাজে।

মমতা।

সে আমার শুভ্র নয় হিমানীর মত,
ওষ্ঠাধরে বিম্বফল লজ্জা নাহি পায়,
হেরি তার ভুরু দুটি ধনু করি নত
অনঙ্গ বিনম্র শির ফেরেনা ধরায়।
আঁখি দুটি সকরুণ, ললাট ফলকে
স্ফটিক নির্ম্মল দীপ্তি করেনা প্রকাশ,
নবোদ্ভিন্ন দন্ত-পংক্তি উজ্জ্বল ঝলকে
মহার্ঘ মুকুতা নাহি করে উপহাস।
আজো তার তনুখানি পুষ্পহীনলতা
বনের শৈশব টুকু ধূলিতে মলিন
কণ্ঠ ভুলে ভরা তার দুচারিটি কথা
আধশেখা গীত সম মাধুরী বিহীন।
শুধু সে আমার অতি আপনার ধন
এত দেখে শুনে তাই তৃপ্ত নহে মন।

মায়ের কল্পনা।

বাছা মোর গিয়েছে খেলিতে,
খেলনা সকল গুলি ঘরে আছে পড়ে,
ভোরে উঠে গেছে সে তুলিতে
শরত শেফালি রাশি দিতে মোর করে

বাছা মোর আসিবে ফিরিয়া
অরুণ কপোল নিয়ে, হাত ভরা ফুল,
কোলে বসে আদর করিয়া,
চুমো দেবে গলা ধরে, খুলে দেবে চুল।

বাছা মোর এলো থেলো চুলে
কত ফুল দেবে গো পরায়ে, তার পরে
দণ্ড দুয়ে সব ফুল খুলে
হাসিয়া ছড়ায়ে দেবে সারা ঘর ভরে।

অন্বেষণ।

কে তুমি কোথায় তুমি কেন বার বার,
অমৃত মধুর সুরে হৃদয় আমার
করি দেও গৃহ হারা? চির অন্ধকারে
সহসা জাগিয়া ওঠ বিদ্যুত আকারে,
বিস্তারি সকল বিশ্বে জীবনের পরে
অসীম সুন্দর শোভা, লয়ে যাও হরে
সকল হৃদয় মোর, নাহি দেও ধরা;
তবু মনে হয় মোর বিশ্ব-আলো-করা
তোমারি হাসিটি জাগে রবির কিরণে;
সুশ্যামল বনানীর মৃদু আন্দোলনে
আহ্বান-সঙ্কেত তব পাই দেখিবারে;
গগনে পবনে তুমি মহাপারাবারে
আছ চরাচর ময়, নহ এক ঠাঁই
তাইত কাঁদিয়া মরি খুঁজিয়া না পাই।

আরাধনা।

হে সুন্দর, সীমা-হীন নিত্য নিরাকার,
দূর কর এ ক্রন্দন, এস একবার
মোহন মূরতি ধরি নয়ন সম্মুখে,
জীবন-মন্দির মাঝে নিত্য সুখে দুখে
করিব তোমার পূজা, রাখিব তোমারে
মুগ্ধ নয়নের তলে বক্ষের মাঝারে,
আমার সকল প্রেমে, সর্ব্ব স্নেহ মাঝে,
সর্ব্ব সুখ দুঃখে মোর সর্ব্ব ভয় লাজে,
বিশ্ব অন্তরাল করি রহিবে জাগিয়া ;
নিষ্ফল জীবন মোর তোমারি লাগিয়া
হবে পূর্ণ শুভ কাজে, সর্ব্ব মনস্কাম
তোমারি চরণ তলে লভিবে বিরাম ;
মর্ত্ত্যে মোক্ষ লাভ হবে, হবে অবসান
জন্ম জন্মান্তের ব্যথা অতৃপ্তির গান।

আবির্ভাব।

আমি অন্ধ, আমি ভ্রান্ত, পারিনি বুঝিতে
তারি প্রিয়মুখে তুমি উঠিয়াছ জাগি,
যবে ফিরিয়াছি পথে তোমারে খুঁজিতে
তুমি ছিলে গৃহ মাঝে, যবে তোমা লাগি
কাঁদিয়াছি নিদ্রাহীন, ছিনু বক্ষ মাঝে
তোমারি আশ্রয় তলে স্নেহের বেষ্টনে,
সর্ব্ব বিশ্ব হতে মোরে যবে তার কাজে
দিলে নিয়োজিত করি, নবীন বন্ধনে
ঘেরিলে জীবন মম, তখনি আমারে
দিয়েছ তোমার কাজ, জীবন-মন্দিরে
আপনি দেবতা তুমি অর্ঘ্য উপহারে
গ্রহণ করেছ মোরে, অতি ধীরে ধীরে
হরিয়া সকল তৃষা তারি মূর্ত্তি সনে
হে অসীম, পশিয়াছ আমার জীবনে।

ক্ষমা-ভিক্ষা।

ওহে সর্ব্বময়, যদি তোমারে হরিয়া
সর্ব্ব বিশ্ব হতে, আমি মূরতি গড়িয়া
স্থাপন করিয়া থাকি এ গৃহ-মন্দিরে,
অসীম আকাশ হ'তে অতি ধীরে ধীরে
নোমাইয়া আঁখি তুটি, ধরণীর পরে
রেখে থাকি বড় স্নেহে, বড় যত্ন ভরে
বেঁধে থাকি বক্ষ মাঝে তুর্ব্বল মানবে,
ভুলি লোক লোকান্তের বিপুল গৌরবে
তাহারি দর্শন লাভে হয়ে থাকে মনে
সার্থক জনম মোর, তাহারি আননে
হেরে থাকি অনন্তের শোভা নব নব
ক্ষমা কর মোরে, অক্ষয় মহিমা তব
নাহি সাধ ম্লান করি ; জানিও নিশ্চয়
অক্ষম ধারণা মোর সঙ্কীর্ণ হৃদয় !

স্বপ্রকাশ।

অনন্তক্ষমতাময় বিশ্বচিত্রকর!
চেষ্টাহীন নগ্নকান্তি সম্পূর্ণবিকাশ
তব তুলিকায় ফোঁটে উজ্জ্বল সুন্দর,
তাই আবরণহীন আলোক উচ্ছ্বাস
তব দীপ্ত রবি, হে অনাদি কবি শুধু
তোমারেই সাজে উদ্দাম কল্লোলময়
ছন্দোহীন গাথা, কভু মত্ত কভু মৃদু,
সারাসিন্ধু উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ নিচয়!
সুনিপুণ হে গায়ক, তুমি শুধু জান
বিহগ কাকলি মাঝে বনের মর্ম্মরে,
শিশুর অস্ফুট ভাষে পরিস্ফুট করে
শুনাইতে বিশ্বজনে অনন্তের গান।

রহস্য-ভেদ

দৈন্যের অবধি নাই, তবুও কেমনে
কোথা হতে এত গর্ব্ব দেখা দেয় মনে
তাই আমি ভাবি, শূন্য ভিক্ষাপাত্র খানি
তবু হায় কোথা হতে কেমনে না জানি
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য ভারে পরিপূর্ণ হয়ে
আমারে নিমগ্ন করে অসীম বিস্ময়ে !
ব্যথিত বিহ্বল প্রাণ কোথা হতে আনে
অমৃত-সিঞ্চিত সুখ, কি সান্ত্বনা গানে
পরিপূর্ণ করি তোলে অপূর্ণ জীবন,
সুকুমার দেহলতা পেলব যৌবন
না জানি কোথায় পেল অক্ষয় ক্ষমতা,
তাই প্রতিদিন লভে দিব্য অমরতা
দুঃসাধ্য সাধিয়া—বুঝিবারে বাকী নাই
দেবতা পশেছে প্রাণে, এ ক্ষমতা তাই !

অবিচার।

ভক্ত আনি দেব পূজা চন্দনে কুসুমে,
বিল্বদলে গঙ্গোদকে ধূপ গন্ধ ধূমে,
শঙ্খ ঘণ্টা আরতির মঙ্গল আলোকে
রাখি দেয় বহু দূরে ; তৃপ্তিহীন চোখে
চেয়ে থাকে মুগ্ধ প্রাণে চরণে পড়িয়া,
স্পর্শিতে ক্ষমতা নাহি, বক্ষেতে ধরিয়া
পূর্ণ করিবার নহে শূন্যতা তাহার ;
পূজারি পেয়েছে শুধু সেই অধিকার !
সে যে অর্থলুব্ধ ভৃত্য, পণ কড়ি লয়ে
পূজা সারি চলে যায় বিস্মৃত হৃদয়ে ;
তবু সেই করে সেবা, যে তোমারে ডাকে
"জীবন-অধিক" বলে, সেই ভক্ত থাকে
মন্দির বাহিরে পড়ে, পুরোহিতে ডাকি
"মোর নামে পূজা দেও" কহে অশ্রু আঁখি

চিরস্মৃতি।

ভোলা যায় আজন্মের সঞ্চিত কামনা,
অতল উদার সুখ, দুঃখ সুগভীর ;
কিন্তু হায় সলজ্জিত প্রকাশ-বাসনা,
প্রথম বিরহ ব্যথা উৎসুক অধীর
ভোলা নাহি যায় কভু ; তৃপ্ত জীবনের
অবাধ মিলন-সুখ মনে নাহি থাকে
কিন্তু হায় তৃষাতুর প্রিয় নয়নের
প্রথমদর্শনস্মৃতি পূর্ণ করে রাখে
নিগূঢ় আনন্দরসে জীবন যৌবন।
রাগিণী ভুলিয়া যাই, শুধু তারি মাঝে
উচ্চতম মূর্চ্ছনার পুলক-কম্পন,
মধুর কল্লোলে সদা শ্রবণে বিরাজে।
শত লক্ষ গ্রহ লয়ে নিশি অস্ত যায়,
শুকতারা একাকিনী শুধু ফিরে চায়।

ভ্রান্তি।

তুমি ভেবেছিলে ওগো সুখের পথিক,
লক্ষ্যহীন ভ্রমণের অলস-আবেশে,
প্রচ্ছায় লতিকা তলে বসিয়া ক্ষণিক,
ফিরিয়া চলিয়া যাবে শুধু মৃদু হেসে!

তুমি ভেবেছিলে ওগো বিলাসি ভ্রমর,
সুধীরে পরশি ফুল্ল-কুসুম-অলক,
নয়নপল্লবে রাখি তৃষিত অধর
উড়িয়া ভাসিয়া যাবে কাঁপায়ে পালক!

ভুলে গিয়েছিলে সখা, কোমলবন্ধন
জীবন জড়ায়ে থাকে চিরআলিঙ্গনে,
তুমি ভুলেছিলে ওগো চঞ্চল চরণ,
প্রাণ-পুষ্প ভরা আছে মধুআকর্ষণে।

ক্ষণিকমিলন।

দ্রুত রথে, দৃপ্ত বেগে পথে যেতে যেতে
ধনী যথা চেয়ে দেখে কৌতুক নয়নে
ভিক্ষাজীবী রমণীর সুন্দর মুখেতে ;
তেমনি দোঁহার দেখা চকিত মিলনে।

উল্লাসে গরবে ধনী, হেসে ফিরে যায়
জীবনের চিরোৎসবে আনন্দ আগারে :
ক্ষণিকের সুখ-স্মৃতি পলকে মিলায়,
ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মত অতল পাথারে।

দাপ-নেবা, ভাঙ্গাঘরে পরিশ্রান্ত দেহে,
কাঙালিনী পশে ধীরে কাতর হৃদয়ে,
উজ্জ্বল দর্শন-স্মৃতি চিরদিন বহে
ক্ষুধিত জীবন মাঝে অপূর্ব্ব বিস্ময়ে ;

ক্ষণ-মিলন।

প্রতিদিন প্রাতে আমি বসি বাতায়নে
চেয়ে দেখি রাজপথে, কতশত জনে
আসে যায় ফিরে ফিরে, ক্ষণেক দাঁড়ায়ে
কেহ কয় দুটি কথা, সাদরে বাড়ায়ে
মঙ্গল দক্ষিণ হস্ত করে সম্ভাষণ
পরিচিত জনে, কেহ ব্যগ্র অন্যমন
ধেয়ে চলে যায়। কচিমুখ শিশুগুলি
খেলি পথতরুতলে লয়ে তৃণ ধূলি
চলে যায় খেলা ভাঙি, হোথা কয়জন
দাঁড়ায়ে পথের ধারে উৎসাহিত মন
হেসে কথা কয়, অকস্মাৎ ধেয়ে আসে
দৃপ্ত অশ্ব, দ্রুত রথ, সবে আশে পাশে
ধেয়ে চলে যায় ভয়ে, আমি ভাবি হায়
ক্ষণিক মিলন শুধু এ মহা যাত্রায়।

সন্তোষ।

তাই যদি তাই হোক দুঃখ নাহি তায়
ক্ষণিক মিলনটুকু বহু ভাগ্য হায়,
জন্মান্তের সুকৃতির ফল, অপ্রসর
দীর্ঘপথ ছায়াহীন তপন প্রখর,
তারি মাঝে জেগে যদি ওঠে থেকে থেকে
প্রচ্ছায়পাদপতল, যেথা মাথা রেখে
ক্ষণিক বিরাম লভি পাই নব বল,
আজি এই নিদাঘের বর্ষণ-বিরল
নির্ম্মম আকাশতলে হেরি শ্যাম মেঘে
যদি আশা জাগে মনে, স্নিগ্ধ বায়ু লেগে
যদি তৃপ্ত হয় প্রাণ, তাহে ক্ষতি কার ?
শুধু তাহে মনে হয় হেথা করুণার
আছে অবসর, তপ্ত দ্বিপ্রহর শেষে
স্নিগ্ধ সান্ধ্য অন্ধকার দেখা দিবে এসে।

অনিবার্য্য।

তোমার জীবনে আমার স্বপনে
বাঁধন পড়িবে কেন ?
সাগরের জলে উতলা পবনে
মেশে যে, কে শোনে হেন ?
ক্ষণিক পরশে মহা কোলাহল,
নেচে নেচে ওঠে তরঙ্গ চঞ্চল
বেলা-বক্ষ পরে মহারঙ্গ ভরে
অধাঁর সলিল পশে,
পুরাণ জীবন টুটিয়া বাঁধন
অগাধ অতলে খসে।
তার পরে হায় সাধ মিটে যায়,
বায়ু চলে যায় ভেসে ;
বিলাপ গাহিয়া উদাসীর প্রায়,
সুদূর আকাশে মেশে।
খেলা থেমে যায়, সিন্ধু বক্ষ 'পরে
শ্রান্ত ঊর্ম্মি মালা লুটাইয়া পড়ে,
সীমা-হীন বারি আপনা বিস্তারি
দিগন্তে মিশায় ধীরে,
ভগ্নতট রেখা শুধু যায় দেখা
প্রশান্ত জীবন তীরে।

প্রত্যাগমন।

একদা বাদল-ঘেরা শ্রাবণ নিশীথে,
আজন্মের ব্যর্থ সাধ বাঁধিয়া আঁচলে
গিয়েছিনু একাকিনী বিসর্জ্জন দিতে
পরিপূর্ণা জাহ্নবীর সর্ব্বগ্রাসী জলে!
অজানা আঁধার পথে, দুঃস্বপ্ন বিহ্বল
কম্পিত হৃদয়ে শেষে পঁহুছিনু আসি
জনশূন্য নদীতটে; খুলিয়া অঞ্চল
যেমনি ফেলিতে যাব, বিদ্যুতের হাসি
উঠিল চমকি; আমি দেখিনু চাহিয়া
সব ব্যথা সব দুঃখ মিলিয়া মিশিয়া
এঁকেছে উজ্জ্বল করি তোমারি আনন;
ফেলিতে নারিনু তাই, সজল নয়ন
তাহারে চাপিয়া ধরি বক্ষের উপরে,
শ্রান্তপদে সিক্তদেহে ফিরে এনু ঘরে।

প্রেমের উন্মেষ।

শৈশবের শেষে যবে কিশোর জীবন,
ধীরে উঠিতেছে জাগি মেলিয়া নয়ন,
শারদ প্রভাতে কিম্বা মাধবী সন্ধ্যায়
আধেক আলোক মাঝে বিহ্বলের প্রায়
বায়ু বহি আনে যবে পুষ্প-গন্ধ-ভার ;
অতি মৃদু পদে ধীর মধুর হাসিয়া,
অজানা অতিথি তুমি হৃদয় মাঝার
আসি দেখা দেও, কোন মধু মন্ত্র দিয়া
জাগাও জীবন মাঝে নূতন বেদনা
সুকুমার আশা শত, নবীন কল্পনা ;
হৃদয় গাহিয়া উঠে অভিনব সুর,
সহসা ধরণী হয় মোহন মধুর।
তুমি জীবনের নব যৌবন উন্মেষ
মৃদু সুখ মৃদু ব্যথা মধুর আবেশ।

প্রেমের অতৃপ্তি !

কিশোর জীবনে নব অভাব বেদনা,
বাসনা-ব্যাকুল নিত্য ব্যগ্র অন্বেষণ
প্রিয়জন তরে, শেষে সম্পূর্ণ কামনা
দেখা দেয় শুভক্ষণে নয়ন সম্মুখে ;
অধীর হৃদয় করে আত্ম সমর্পণ।
প্রেম আসি দেখা দেয় লজ্জা-নত মুখে
অরুণ কপোল মাঝে, চকিত নয়নে,
নিশিদিন তৃষাতুর উৎসুক শ্রবণে ;
বিমুগ্ধ আঁখির মৌন সলজ্জ ভাষায়,
হৃদয়ের দুরু দুরু কম্পিত আশায়,
মধুর আবেশ ময় ক্ষণিক পরশে,
স্বপ্নময়ী কল্পনার সুখের আলসে,
সব ভুলি সকাতরে ব্যাকুল পরাণ,
বাঞ্ছিত দর্শন সুখ যাচে দিন মান !

প্রেমের বিকাশ।

প্রণয়ের প্রথম জীবনে, তৃপ্তিহীন
ব্যাকুলতা মাঝে, তুমি থাক নিশি দিন
ক্ষীণ-শিখা ম্লান-আলো প্রদীপের মত ;
বাসনা-নিশ্বাসে ত্রস্ত, কম্পিত বিব্রত !
সহসা একটি ব্যগ্র চুম্বন পরশে
তুমি জেগে উঠ প্রাণে পূর্ণ পরিতোষে
চির স্থির শুভ্রালোক উদ্দীপ্ত নয়ন
বিশ্বব্যাপী জাগরণ রবির মতন !
সম্পূর্ণ বিকাশ শোভা সমুজ্জ্বল শিখা,
দূর করে মোহময় স্বপ্ন-কুহেলিকা ;
চিরক্ষুধাতৃষ্ণাতুর স্বার্থের রচনা
নিত্য আপনারে ঘেরি সুখের কল্পনা,
ভুলিয়া স্বপন মোহ প্রাণ খানি ভরে
পবিত্র কামনা জাগে প্রিয় জন তরে।

অসাধ্য।

পরাণের ভালবাসা ভাষা নাহি তার,
অভিধানে মেলেনাক বিশদ ব্যাখ্যান,
কোন শিল্পী নাহি জানে কেমন আকার,
বিজ্ঞান আজিও অন্ধ পেলেনা সন্ধান।
সহসা চকিতে দুটি নয়নের 'পরে,
সে ভাষা ফুটিয়া উঠে অনুকূল ক্ষণে,
দুটি স্মিত ওষ্ঠ হতে চির দিন তরে
সে অর্থ বিশদ হয় প্রিয়-সম্বোধনে।
সেই শুভক্ষণে যারে হেরি আঁখি ভরে
তারি সর্ব্ব অঙ্গে প্রেম হয় মূর্ত্তিমান ;
বাঁধি তারে বাহু পাশে রাখি বক্ষ 'পরে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বলি পেয়েছি সন্ধান।
কত দেশে কত মূর্ত্তি, কত ভাষা তার ;
সবে এক করে হেন শিল্পী মেলা ভার !

ব্যর্থ-চেষ্টা।

শুধু চতুর্দ্দশ পদে বাখানিতে চাই
যে প্রেমের অন্ত নাই নাহি যার শেষ,
প্রতি ছত্রে, প্রতি ছন্দে তাই বাধা পাই,
তাই কবিতার মোর হেন দীন বেশ।
এ যেন মুকুর তলে ব্রহ্মাণ্ডের ছায়া,
অসীমেরে টেনে আনা সীমার মাঝারে,
নিত্য নব রূপময়ী প্রকৃতির মায়া
গড়িয়া রাখিতে চাই মর্ম্মর-আকারে।
সব পড়ে নাক চোখে কত থেকে যায়,
চঞ্চল-জীবন-লীলা, নাহি দেয় ধরা,
হাঁসিটি ফুটিলে অশ্রু ফোটেনাক হায়,
হেরি যদি নভস্থল, শ্যাম বসুন্ধরা
পড়ে থাকে বহু দূরে ; নির্ঝর-নিক্কণে
সমুদ্রের বজ্রনাদ জাগেনা স্মরণে।

প্রেমের স্বরূপ।

সব জান, তবু প্রশ্ন কেন শতবার,
আমার এ ভালবাসা কেমন আকার ?
পৃথিবীর মত নহে সে যে গুরু অতি,
নহে তাহা সিন্ধু প্রায় উচ্ছ্বসিত গতি
উন্মাদ তরঙ্গে পূর্ণ কল্লোল ক্রন্দনে,
তাহার তুলনা নহে অনন্ত গগনে
শব্দ হীন মহা ব্যোম শূন্য চির দিন।
নহে ধ্রুবতারা-প্রায় হয় না মলিন
প্রভাত আলোকে, নহে গো কনক-রবি
কভু অস্ত নাহি যায় শ্রান্ত ম্লানচ্ছবি
সন্ধ্যার আঁধারে, সে শুধু ফুটিয়া উঠে
তোমারি মিলনে মোর দুটি ওষ্ঠ পুটে
শুভ্র হাসি রূপে, তোমারি বিদায় কালে
কাতর নয়ন জল অঞ্চল আড়ালে !

প্রেমের রহস্য।

ফাল্গুন উৎসবরাতি, বসন্ত চঞ্চল —
গীত বাদ্য গন্ধ হাসি ঝরে অবিরল
চৌদিকে আমার ; তবু ব্যগ্র আশে ভরি
উৎসুক নয়ন দুটি রেখেছি প্রহরী
প্রবেশ দুয়ারে, কতক্ষণে প্রিয়তম,
আসিয়া উদিবে ধীরে পূর্ণচন্দ্র-সম ;
আনন্দ-নয়ন-পাতে শোভা আজিকার
সম্পূর্ণ সুন্দর হবে সার্থক আমার !

সহসা ফিরায়ে মুখ হেরিনু পশ্চাতে
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি, স্নিগ্ধনেত্র-পাতে
তৃপ্ত করিয়াছ মোর সকল কামনা :
আমি অবোধের প্রায় অধীর-বাসনা,
আছিনু চাহিয়া মিছে সম্মুখে আমার ;
বুঝি নাই পূর্ণ সুখ পশ্চাতে অপার।

ক্রন্দন।

তুমি জীবনের রাজা অসীম-প্রতাপ,
চির-দীপ্তি হাসিমুখ উজ্জ্বল নয়ন
আমারি হৃদয় তব স্বর্ণ-সিংহাসন ;
তবু চির ভিখারিণী দ্বারের সম্মুখে
দাঁড়ায়ে রয়েছি আমি দুঃখ-ম্লান-মুখে,
তোমার সৌভাগ্য মাঝে চিরপরিতাপ।

নিষ্ঠুর হৃদয় তুমি নিদারুণ ব্যাধ,
দুটি দৃঢ় করপুটে রেখেছ ভরিয়া
আমার জীবন খানি, পাখা ঝাপটিয়া
ত্রাসে থর থর ছোট পাখীটির মত
উড়িয়া পলাতে আমি ব্যাকুল সতত
স্বাধীন ইচ্ছার তুমি চির পরমাদ।

রুদ্রতেজে ভরা তুমি ভীম বজ্র-সম
নবীন-যৌবন-দীপ্ত শুভ্র রূপ খানি
হেরিয়াছি লালসার চোখে, নাহি মানি
কাতর মিনতি, ধরিয়া রেখেছ মোরে
অসীম আগ্রহে, তোমার বক্ষের পরে,
ব্যথিছ আমারে ওগো নিতান্ত নির্ম্মম !

তরঙ্গ চঞ্চল তুমি উন্মত্ত সাগর।
নিত্য অসন্তোষ, নিত্য নূতন বেদনা,
নিত্য পরিহাস, নিত্য গভীর বাসনা
তোমার হৃদয়ে জাগে, উচ্ছ্বাসে আদরে
ব্যাকুল আহ্বানে, শ্রান্ত করিতেছ মোরে
শান্তকর মত্ত-প্রেম অতৃপ্তি কাতর !

অসহায়।

আজ মৌন প্রাণ-পাখী গাহিতে চাহে না
সোনার পিঞ্জরে থাকি ভালযে লাগে না
এত বিম্বফল, এত সোহাগ-উচ্ছ্বাস,
এত সযতনে ঘেরা নিরুদ্ধ-বাতাস !
উন্মুক্ত আলোক চায়, উদার গগন
সে যে চায় অন্তহীন জীবন্তপবন !
তবু কেন রহে হায় সোণার শিকলে
বাহুর নিবিড় বন্ধে নয়নের তলে ?
বদ্ধ প্রাণ কেঁদে ওঠে বলে ছেড়ে দাও
উড়িয়া পলায়ে যাই আকাশে উধাও !
এসেছিনু শিখিবারে প্রাণের কূজন
অনন্ত আলোক তলে করিতে যাপন
ক্ষণিক নিশীথ মোর, হায় কোন ভুলে
বাঁধিনু শিকল খানি চরণের মূলে !

নব জীবন।

যমুনা যৌবন আর বাঁশরীর রব
রাস রাত্তি জাগরণ, ঝুলন উৎসব
জড়িমা-বিমূঢ় এই স্বপন-আবেশ
আজ দূর হয়ে যাক, হয়ে যাক শেষ!
হে বিশ্ব-মন্দির-বাসী সুন্দর দেবতা,
নব ছন্দে লেখ আজি হৃদয়ের কথা,
এ গীতে ভরিয়া দাও সরল উচ্ছ্বাস,
বিহঙ্গের মুক্ত-সুখ, ফুলের সুবাস;
প্রভাতের সূর্য্যালোক, নিশীথ-চন্দ্রিমা,
অমানিশা-ধ্যান-মৌন নির্লিপ্ত মহিমা!
কাতর করুণা দাও, সুমঙ্গল হাসি
বিশ্ব পরিপ্লাবী স্নেহ উঠাও উচ্ছ্বাসি।
গণ্ডী আঁকা মোহ মুগ্ধ গুহা অন্ধকারে
প্রেম রাখিব না রুদ্ধ বঞ্চিয়া সবারে!

আকাঙ্ক্ষা।

এই প্রেম গীত খানি বহে যাক ধীরে
নির্ঝর ধারার মত তার দুই তীরে
বিছায়ে কোমল সুখ শ্যাম দূর্ব্বারাজি
ফুটায়ে কুসুম শত ধরণীরে আজি
করুক সুন্দরতর, দরিদ্র কুটীরে
লয়ে যাক ক্ষুধাশান্তি, স্নিগ্ধ স্বাদু নীরে
দূর করি দিক্ তৃষা, প্রাসাদের তলে
ধরণীর ব্যথা যত করুণ কল্লোলে
শুনায়ে বহিয়া যাক, গ্রামে গ্রামান্তরে
নগর নগরী বক্ষে অরণ্যে প্রান্তরে
দিক স্নেহ, দিক দয়া, দিক শান্তি বারি
নিরন্তর সুনির্ম্মল লাবণ্য বিস্তারি
আপন অতল বক্ষে, ক্রমে একদিন
মহা সিন্ধু গীত মাঝে হইবে বিলীন !

অপরিচয়।

মোরে নয়, ওগো প্রিয়, মোরে কভু নয়
আপনার ছায়া ভাবি বিহ্বল হৃদয়
আমারে বেসেছ ভাল, নিত্য নিশিদিন
ভ্রান্তসম আছ শুধু সুখ স্বপ্নলীন।
তাইতো আমারে তুমি পারনা বুঝিতে,
যখন কাতর শ্রান্ত আশ্রয় খুঁজিতে
যাই তব বক্ষতলে, কিকথা ভাবিয়া
দুরন্ত উচ্ছ্বাস ভরে বক্ষেতে চাপিয়া
শুধু ব্যথা দাও মোরে, শিশুর মতন
অবারিত কণ্ঠে যবে সকল স্বপন
সব সাধ আশা মোর লজ্জা ব্যথা ভয়
বলি অকাতরে, উদাসীন নেত্রদ্বয়
রাখি মোর মুখে তুমি হাস মনে মনে,
বিকল হৃদয়ে ভাবি বুঝাব কেমনে!

অনবধান।

কোথা হতে এ মলিন পথ পঙ্কখানি
আসিল আমার ঘরে, বহুযত্ন মানি
দুগ্ধ-শুভ্র আস্তরণে ঢেকেছিনু তারে,
কভু যাই নাই আমি বাহির দুয়ারে
হেরিতে উৎসব যাত্রা, সৌধ-ছাদ'পরে
অলক্তে চরণ রঞ্জি রূপ-গর্ব্বভরে
মোহন মন্থর গতি করিনি ভ্রমণ ;
পাছে ধূলি লেগে হয় ধূসর বরণ
ধৌত শুভ্র শোভা তার লাবণ্য নবীন—
পথিক গায়ক সেই শুনালে যেদিন
অজ্ঞাত বিশ্বের গাথা দুয়ারে দাঁড়ায়ে
ব্যগ্র প্রাণে মহানন্দে ভুবাহু বাড়ায়ে
তাহারে আনিনু ঘরে ; মহা কৌতূহলে
পুণ্য পাদোদক দিতে গিয়েছিনু ভুলে !

অনুযোগ ।

কাহার বাঁশীতে আজি বাজিছে রাগিণী,
প্রণয়ের চিরসুখ মিলন-কাহিনী ?
এই মত বরষার ম্লান সিক্ত দিনে
তোমায় আমায় দেখা জীবন পুলিনে,
করে কর পরশিয়া আধ-দৃষ্টি চেয়ে
তরীখানি তীরে আনি নিয়ে গেলে বেয়ে
নব তট দেশে, কত সুখ কত আশা
রুদ্ধ যৌবনের প্রেম দুরন্ত দুরাশা
হাসিয়া বিছায়ে দিলে চরণের তলে,
মৃদু হেসে, অশ্রু আঁখি মুছিয়া অঞ্চলে
সকলি তুলিয়া বক্ষে প্রবেশিনু ঘরে
এমনি বরষা দিনে চিরদিন তরে !
হায় কোথা চিরদিন—না ফুরাতে বেলা
তুমি পলাইয়া গেলে ফেলিয়া একেলা !

মৃত্যুঞ্জয় ।

মৃত্যু সদা চারিদিকে ধরণীর মাঝে,
প্রতি শ্যাম তৃণাঙ্কুরে প্রতি কিশলয়ে
বসন্তের শোভা শুধু ক্ষণিক বিরাজে
মধুমাসে, চন্দ্রকর মিলায় সভয়ে
নিশি না হইতে শেষ ; মৃত্যু নিশিদিন
জীবনের প্রতি অঙ্গে রহিয়াছে পশে',
কোমল শৈশব শোভা কোথায় বিলীন
দৃঢ় মুষ্টি যৌবনের প্রথম পরশে !
মৃত্যুর বসতি নাই মানব অন্তরে,
প্রতি দিবসের স্মৃতি যেথা স্তরে স্তরে
সঞ্চিত হইয়া থাকে, শৈশবের খেলা,
দূরাতীত শরতের কত সন্ধ্যাবেলা
মোদের নিভৃত সুখ আজো জাগে প্রাণে
মনসিজ প্রেম তাই মৃত্যু নাহি জানে !

আশঙ্কা।

গত বসন্তের স্মৃতি শ্যাম পত্ররাজি
শুষ্ক জীর্ণ পাণ্ডু হয়ে ঝরিতেছে আজি
পথ তরু তলে, নব শরত পবনে
সেই জীর্ণ পত্র গুলি ম্লান ধূলি সনে
যেতেছে উড়িয়া, শেষ স্মৃতি বরষার
ক্ষীণ অশ্রুবিন্দুভরা ফুল্ল সুকুমার
শরতের মেঘ, মিলাতেছে ধীরে ধীরে ;
আমি ভাবিতেছি আজ নয়নের নীরে
প্রিয়তম মিলনের সুখ স্মৃতি গুলি
এমনি কি দিতেছ ছড়ায়ে, গেছ ভুলি
অশ্রু মোর অতি স্বচ্ছ নীলাম্বর সম ?
মুঞ্জরিবে কিশলয় নগ্নতরু পরে
মধুমাসে, ভুলে যদি থাক প্রিয়তম
আমার বসন্ত গত চিরদিন তরে !

বধির।

অতিক্রমি ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠে যেথায়
নারায়ণ নিত্য মগ্ন অনন্ত-শয্যায়
গভীর নিবিড় ধ্যানে, গ্রহ উপগ্রহ
অসংখ্য নবীন সৃষ্টি নিত্য অহরহ
সৃজন হতেছে যাঁর হৃদয়ের মাঝে,
ভেদি দূর দূরান্তর যদি গিয়া বাজে
সেই সপ্তলোকপ্রান্তে, শুধু ক্ষণ তরে
বেদনার আবেদন, ভক্তকণ্ঠস্বরে
ব্যাকুল আহ্বান ধ্বনি, ত্যজিয়া সকল
দেখা দেন ধরাপ্রান্তে ভকত-বৎসল !
এ অদূরে প্রিয়তম পশেনাকি কাণে
বিরহী এ হৃদয়ের নিত্য আবেদন
ক্ষণিক দর্শন সাধ, প্রেমের আহ্বানে
চঞ্চল হয় না হৃদি, ভাঙ্গেনা স্বপন !

সন্ধ্যায়।

তোমারে প্রতীক্ষা করি সুদীর্ঘ দিবস
কেটেছে আকুল প্রাণে, চরণ অবশ
মৌনলজ্জা সম গাঢ় আরক্ত-কপোল
সন্ধ্যা ধীরে আসিতেছে আনত।
কর্ম্ম-জীবনের চিরব্যগ্র কলরোল
আসিতেছে মন্দ হয়ে, নিরাশার মত
বিফল সাধনা শেষে, কাতর নয়নে
নিষ্ফল প্রতীক্ষা খানি অশ্রু আবরণে
প্রসারিয়া বেদনার বাষ্প-যবনিকা
লুপ্ত করিয়াছে ধীরে দীপ্ত আশালিখা
সুখময় মিলনের স্বপ্ন-চিত্র খানি ;
শান্ত এবে কলকণ্ঠ আশাময়ী বাণী।
কম্পিত অধর আর অরুণ নয়ন
জানাতেছে প্রভাতের নিরাশস্বপন।

অনাদর।

এসেছিল সে আমার উৎসব আগারে,
শত অতিথির মাঝে শুধু একজন!
সহাস্য কুশল প্রশ্নে, শিষ্ট ব্যবহারে
সমাদরে তুষেছিনু করি প্রাণপণ!
শ্রেষ্ঠ বিপণিতে কেনা নানা মিষ্ট-ভার
সমুচিত সন্তর্পণে সেই উপহার
তাহারে সঁপিয়াছিনু সুমিষ্ট ভাষায়,
অন্য অতিথির মত তারো করখানি
পরশিয়া কহেছিনু বিদায়ের বাণী;
কোন ত্রুটি করি নাই, তবু প্রাণে মম
অনুতাপ জাগিয়াছে অতি তীব্রতম;
নিষ্ঠুর পীড়নে প্রাণ কহে শত বার
এ হেন সম্মানে শুধু অপমান তার।

দরিদ্র।

আমার এ ভাঙ্গা ঘরে বরষার রাতে
একাকিনী বসেছিনু, ভয়ে আঁখিপাতে
ঘুম নাহি ছিল, বজ্র ডাকে বারে বারে
পবন ছুটিয়া যায়, ভীষণ হুঙ্কারে
ত্রস্ত বিশ্ববসুন্ধরা, মত্ত সৌদামিনী
আকাশে নাচিয়া চলে অনল নাগিনী
কাঁপায়ে জ্বলন্ত কণা শতলক্ষফেরে।
হেন কালে কে গো পান্থ এ দুর্য্যোগ হেরে
এসেছ আশ্রয় খুঁজি মোর দ্বার-তলে ?
আমা হতে দীন হীন ? লোকে যে গো বলে
তুমি রাজ্য অধীশ্বর অখণ্ডপ্রতাপ ;
কোথায় বসাব তোমা, হায় পরিতাপ
কনক-আসন নাহি ; বস ভূমি তলে
আমার এ জীর্ণ চীর আধেক অঞ্চলে ;

ভিক্ষা।

মনে হয় আজি এই দিবসের শেষে
আমারে যাইতে হবে বহু দূর দেশে
পান্থ অসহায়, পথের সম্বল নাই
দীপ তৈলহীন, বড় ভয়ে ভয়ে তাই
এসেছি দুয়ারে তব ভিক্ষা মাগিবারে,
হে রাজেন্দ্র মহীশ্বর, তোমার ভাণ্ডারে
শুনেছি সঞ্চিত আছে অক্ষয় রতন,
প্রাসাদ দুয়ারে জ্বলে উজ্জ্বল বরণ
কনক-প্রদীপ কত, তারি মাঝ হতে
কিছু দিতে আজ্ঞা হোক, অন্ধকার পথে
শুধু একখানি আলো স্থির-দীপ্তি-ময়,
ভীরু প্রাণ হয় যাহে নিতান্ত নির্ভয়
হাসিয়া চলিয়া যায়, যাত্রা অবশেষে
পথে রেখে যাব তারে তোমারি উদ্দেশে

সৰ্ব্বস্ব।

সুখে দুঃখে আশা নিরাশায়, এ নির্জ্জন
অন্তর মন্দিরে জ্বালিয়াছি একখানি
কনক-উজ্জ্বল প্রেম নির্ম্মল শোভন
তোমারি কারণে, আর কারে নাহি জানি।
নতনেত্রে অশ্রুভরা বিরহ-বেদনা
শুধু জাগে তোমাতরে, মৃদু ওষ্ঠাধরে
কাঁপি ওঠে সুখহাসি, মিলন-বাসনা
তব দরশনে হৃদি আলোড়িত করে,
ছড়ায় সর্ব্বাঙ্গে মোর আনন্দ উদ্বেগে।
বিরহে ব্যাপিয়া বিশ্ব জাগ আঁখি পরে
আমারে আকুল করি, অপূর্ব্ব আবেগে
জাগাও সুখের ব্যথা অধীর অন্তরে
মিলনের মাঝে, দূরে পেলে মরে যাই
কাছে পেলে কোথা রাখি ভাবিয়া না পাই

ভীরুতা।

বড় যত্নে, বড়স্নেহে কত শতবার
এতটুকু ঠাঁইজোড়া নামটি তোমার
লিখে মুছে ফেলি তবু, মসি-রেখা-জালে
বহুধৈর্য্যে লুপ্ত তারে করি এককালে!
হেথায় নিভৃত কক্ষে মর্ম্ম-অন্তঃপুরে
যেথা লেখা তব নাম সর্ব্বঠাঁই জুড়ে
কোন চেষ্টা নাই সেথা মুছিতে তাহারে,
নবীন সুন্দর বর্ণে শুভ্র আলোধারে
করিতে উজ্জ্বলতর নিত্য সাধ যায়,
পত্র-পুষ্প-লতিকার লাবণ্য-লেখায়!
ললিত মধুর ছন্দে আনন্দ সঙ্গীতে ,
বেষ্টিয়া রাখিতে তারে দিবসে নিশীথে।
সেথা শুধু দেবতার করুণ নয়ন,
বাহিরে নিষ্ঠুর বিশ্ব, কৌতুক বচন!

ভীরু-প্রেম।

এযে সঙ্গোপন সুখ, বড় সুকুমার,
অক্ষম শিশুরপ্রায় দুর্ব্বল সুন্দর,
করুণ নয়ন দুটি, মৃদু-তনু-ভার
অপরে সঁপিব ভেবে তরাসেকাতর !
তাইতো ভুলেছি সব আর কাজ নাহি
শুধু তারে বক্ষে লয়ে চলেছি একেলা,
প্রভাত কাটিয়া যায়, শান্তি গান গাহি
পাখী ফিরে আসে নীড়ে, ধীরে সন্ধ্যাবেলা
শ্রান্ত সূর্য্য অস্ত যায়, সুপ্তি-মন্ত্র পড়ি
শান্ত করি কলরব, সুস্নিগ্ধ বীজনে
যামিনী পাড়ায় ঘুম সকল ভুবনে !
আমারি বিরাম নাহি নিশি দিন ধরি ;
তাই আজ ভীত আমি শ্রান্ত হলে পরে
কে আছে করুণ এত দেব যার করে।

প্রেমের ঈর্ষা।

গভীর নিশীথে বন্ধু, এস মোর ঘরে ;
বিশ্ব যবে সুপ্তিভারে নিস্পন্দ নীরব
জনহীন রাজপথ, যবে ক্ষণতরে
নিরুদ্ধ বিপণি-মালা, নিস্তব্ধ উৎসব !
গবাক্ষে নয়ন নাই, পান্থ বধূগণ
মুগ্ধনেত্রে বার বার না চাহে ফিরিয়া
হেরি ও সুন্দর মুখ ; পরিচিত জন
পথে যেতে অকস্মাৎ তোমারে হেরিয়া
নাহি ভাবে মহাসুখে আজি সুপ্রভাত !
আমার দুয়ার দেশে জাগ্রত প্রহরী
চকিতে দাঁড়ায় দূরে জুড়ি দুটিহাত
নোমাইয়া শির। আমি দেব প্রাণ ভরি
সব সুখ সব হাসি সকল সম্মান
তোমারে হেরিবে শুধু আমার নয়ান।

দান।

হে সুন্দরতম বন্ধু! একদিন তরে
ও পীত উত্তরী খানি দিয়ে যাও মোরে,
শ্রীঅঙ্গ-সুরভিমাখা নম্র সুকুমার
নববসন্তের মত উত্তরী তোমার!
গভীর নিশীথে যবে ঘুমাবে সকলে,
আবরিয়া ফুল্ল তনু সে উত্তরীতলে
লুটাইব শয্যাবক্ষে সুখালসভরে
মুক্তবাতায়ন হ'তে কপোলে অধরে
চক্ষে বক্ষে গ্রীবা-মূলে, পদপ্রান্ত-দেশে
চন্দ্রকর মুগ্ধ হ'য়ে পড়িবেক হেসে!
সুখে কাটাইব জাগি সুদীর্ঘ নিশায়
ফিরাইয়া দিব তারে নির্ম্মল উষায়।
স্নান শেষে শুদ্ধ দেহে সেই খানি পরে
দেখা দিয়ে যেয়ো পুন আমার এ ঘরে!

অজ্ঞাতে।

আমিত জানিনে কোন সোণার সন্ধ্যায়
এসেছিলে, হে সুন্দর, নীরবে নির্জ্জনে,
কেমনে পশিয়াছিলে শব্দহীন পায়
প্রথমমলয় সম-নিভৃত জীবনে !
শুধু জানি অতি মৃদু সুমধুর মুখ
রজনীতে করেছিল আমারে উৎসুক ;
থেকে থেকে নিদ্রা ঘোরে শুনি নাম কার
চমকি জাগিয়া ছিল হৃদয় আমার ;
প্রভাতে খুলিয়া দ্বার উন্মুক্ত আলোকে
দেখিনু দাঁড়ায়েছিলে জীবন-শিয়রে,
আঁধার নিদ্রার মাঝে নিদ্রাহীন চোখে
ঢালিয়াছ সুখ-স্বপ্ন প্রাণখানি ভ'রে।
অজানা আকাঙ্ক্ষা ছিলে আধেক তন্দ্রায়,
জেগে মনে হ'ল যেন চিনেছি তোমায়।

আশঙ্কা।

মোর জীবনের আছিল আলোক
একখানি মৃদু হাসি,
তাহারি কিরণে, ফুটিত অশোক
মালতী শেফালি রাশি !
সে আলোক ধারা অজানা কুহকে
জাগাত নূতন গান
নব নব সুখ নবীন পুলকে
কাঁপাত সকল প্রাণ।
কবে একদিন, মনে নাহি ভাল,
কে আসিল মোর ঘরে
দেবতার মত নয়নেতে আলো
মাধুরী অধর ’পরে।
তাহারে তুষিতে হৃদয় আকুল,
সঁপিয়া সে মধু হাসি
ভাবিতেছি আর ফুটিবে কি ফুল
সেই আলো, গীতরাশি ?

স্নেহ-বন্ধন।

আজিকে অধিক ফুল পারিনি তুলিতে,
শীতের সকালে-ঝরা ছোট শেফালিতে
হের এই গাঁথিয়াছি ছোট মালাখানি ;
কুলাবেনা পরাইতে সুকণ্ঠ ঘিরিয়া
ওগো সখা, হাসিমুখে তবু দেহ আনি
তোমার দক্ষিণ হাত ; রাখিটি করিয়া
এসগো পরায়ে দেব কোমল বন্ধন,
আমার জীবন ভরা তোমারি স্বপন।
শুকাইয়া গেলে, তবু দিওনা ফেলিয়া,
ওগো সকরুণ মোর, রাখিও তুলিয়া
উত্তরী অঞ্চলে বাঁধি শিথানে তোমার ;
হয়তবা কোন রাতে, তিমির অপার
প্লাবিবে মেদিনী যবে, ঝঞ্ঝা ঝটিকায়
কাঁপিয়া উঠিবে সিন্ধু ; বিজন শয্যায়
নিদ্রাহীন শ্রান্ততনু শুইবে একেলা,
শুকান ফুলের গন্ধ সেই রাত্রিবেলা